بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী রিজওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাইনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড (ইউ.কে.) হতে প্রদত্ত ৭ জুন ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ থেকে পুনরায় বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করব। আজ যে সাহাবীদের স্মৃতিচারণ হবে তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক। হযরত মুআত্তেব বিন উবায়েদ (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক এর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন, অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে আপন ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক এবং হযরত মুআত্তেব বিন উবায়েদ বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর রজী'র ঘটনার দিন উভয় ভাই শাহাদত বরণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক সেই ছয় জন সাহাবী বা কোন কোন রেওয়ায়েতে যাদের মাঝে বুখারীর রেওয়ায়েতও রয়েছে তাদের সংখ্যা দশ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে মহানবী (সাঃ) তৃতীয় হিজরী সনের শেষের দিকে আযল এবং কারা গোত্রের কতিপয় ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তাদেরকে ধর্ম শিখানো এবং পবিত্র কুরআন ও ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা প্রদান করার জন্য। তারা যখন রজী' নামক স্থানে পৌঁছেন, যা হুযায়েল গোত্রের মালিকানাধীন হেজায এর একটি ঝর্ণার নাম ছিল, তখন হুযায়েল গোত্রের লোকেরা ঔদ্ধত্ব বশতঃ সেই সাহাবীদের ঘেরাও করে এবং বিদ্রোহ করে তাদের সাথে লড়াই এবং যুদ্ধ করে। তাদের মাঝে সাতজন সাহাবীর নাম নিম্নরূপ: হযরত আসেম বিন সাবেত, হযরত মারসাদ বিন আবু মারসাদ, হযরত খুবায়েব বিন আদী, হযরত খালেদ বিন বুকায়ের, হযরত যায়েদ বিন দাসেনা, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক এবং হযরত মুআত্তেব বিন উবায়েদ। তাদের মাঝে হযরত মারসাদ, হযরত খালেদ, হযরত আসেম এবং হযরত মুআত্তেব বিন উবায়েদ সেখানেই শহীদ হয়ে যান। হযরত খুবায়েব এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক আর হযরত যায়েদ অস্ত্র সমর্পণ করলে কাফেররা তাদেরকে বন্দি করে এবং তাদের নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। তারা যখন যাহরান নামক স্থানে পৌঁছেন, যা মক্কা থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক রশি থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেন এবং নিজের তরবারি হাতে নিয়ে নেন। এই অবস্থা দেখে মুশরেকরা তাদের কাছ থেকে পিছনে সরে যায় আর তার ওপর পাথর ছুঁড়তে থাকে যতক্ষণ না তিনি শাহাদত বরণ করেন। তার কবর যাহরানেই অবস্থিত। রজী'-র ঘটনা হিজরতের পর ৩৬তম মাসে সংঘটিত হয়, যা ছিল সফর মাস।

রজী'-র ঘটনা সম্পর্কে পূর্বেও কয়েকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণের সময় আমি বর্ণনা করেছি, এখানেও কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত লিখেছেন, এর সারাংশ তুলে ধরছি। মহানবী (সাঃ) চতুর্থ হিজরী সনে ইসলামী বর্ষপঞ্জির সফর মাসে নিজের দশজন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করেন এবং তাদের আমীর নিযুক্ত করেন হযরত আসেম বিন সাবেতকে। আর তাদেরকে সংগোপনে মক্কার নিকটে গিয়ে কুরাইশদের অবস্থা সম্পকে অবহিত হয়ে, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে, তাদের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁকে (সাঃ) অবহিত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই দল রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই আযল ও কারা গোত্রের কিছু লোক তাঁর (সাঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে বলে যে, আমাদের গোত্রসমূহে বহু লোক ইসলামের প্রতি আকর্ষণ রাখে। আপনি আমাদের সাথে কয়েকজনকে প্রেরণ করুন যারা আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করবে এবং ইসলামের শিক্ষা দিবে যেন আমরা মুসলমান হতে পারি। মহানবী (সাঃ) তাদের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে প্রেরণের জন্য যে দলটি প্রস্তুত করা হয়েছিল সেটিকে সেখানে প্রেরণের পরিবর্তে এদের সাথে প্রেরণ করেন। কিন্তু যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল আর বনু লেহইয়ান গোত্রের প্ররোচনায় তাদের কথায় মদীনায় এসেছিল যারা তাদের নেতা সুফিয়ান বিন খালেদ এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই চালাকি করেছিল যে, এই অজুহাতে কতিপয় মুসলমান মদীনা থেকে বের হলে তাদের ওপর আক্রমণ করা হবে। আর বনু লেহইয়ান গোত্র এই কাজের জন্য বিনিময় হিসেবে আযল এবং কারা গোত্রের লোকদের জন্য বহু উট পুরস্কার হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছিল। আযল এবং কারা গোত্রের এই বিশ্বাস ঘাতক লোকেরা উসফান এবং মক্কার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে বনু লেহইয়ান গোত্রের কাছে গোপনে এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, মুসলমানরা আমাদের সাথে আসছে, তোমরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য চলে আস। তখন বনু লেহইয়ান গোত্রের দুইশত যুবক, যাদের মাঝে একশত তিরন্দাজ ছিল, মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বের হয়, অর্থাৎ তাদের ডাকার ফলে সেখানে চলে আসে এবং রজী' নামক স্থানে তারা মুখোমুখি হয়। তারা

তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার প্রস্তুতির জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নিকটবর্তী একটি টিলায় আরোহন করেন। কাফেররা, যাদের কাছে প্রতারণা করা দোষের কিছু ছিল না, তাদেরকে ডেকে বলে যে, তোমরা পাহাড় থেকে নীচে নেমে আস, আমরা তোমাদের পাকা কথা দিচ্ছি যে, তোমাদের হত্যা করবো না। হযরত আসেম উত্তরে বলেন, তোমাদের প্রতিশ্রুতি এবং ওয়াদায় আমাদের কোন ভরসা নেই। আমরা তোমাদের এই কথায় নেমে আসতে পারি না। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত আসেম আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেন, হে খোদা! তুমি আমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, অতএব স্বীয় রসূলের কাছে আমাদের এই অবস্থার সংবাদ পৌঁছে দাও। যাহোক হযরত আসেম এবং তার সাথীরা মোকাবেলা করেন এবং অবশেষে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। যখন সাতজন সাহাবী নিহত হন আর শুধু খুবায়েব বিন আদী ও যায়েদ বিন দাসেনা এবং আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক অবশিষ্ট থাকেন তখন কাফেররা, যাদের প্রকৃত ইচ্ছা ছিল তাদেরকে জীবিত বন্দি করা, পুনরায় তাদেরকে ডেকে বলে, এখনও নীচে নেমে আস, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। এবার তারা (অর্থাৎ সাহাবীরা) তাদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে নেন আর তাদের ফাঁদে পা দিয়ে নীচে নেমে আসেন। কিন্তু নীচে নামতেই কাফেররা তাদের ধনুকের তন্ত্রী দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলে। তারা চিৎকার করে বলেন, এটি তোমাদের প্রতারণা। দ্বিতীয়বার তোমরা আমাদের সাথে এমন করেছ আর জানি না পরবর্তীতে আরো কী করবে? আব্দুল্লাহ্ তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানান, যার ফলে কাফেররা আব্দুল্লাহ্‌কে টেনেহিঁচড়ে এবং প্রহার করে কিছু দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়, অতঃপর তাকে হত্যা করে সেখানেই ফেলে দেয়। এখানে আব্দুল্লাহ্ বলতে আব্দুল্লাহ্ বিন তারেককে বুঝানো হয়েছে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি তার হাত মুক্ত করেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তখন তারা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে শহীদ করে। তারা খুবায়েব ও যায়েদকে সাথে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সেখানে পৌঁছে তাদেরকে তারা কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়। হুযুর (আইঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক এই রজী'-র ঘটনায় এভাবে শহীদ হয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি কাফেরদের সাথে এগিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং সেখানেই লড়াই করেন।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আকিল বিন বুকায়ের (রাঃ)। হযরত আকিল বিন বুকায়ের এর সম্পর্ক ছিল বনু সা'দ বিন লায়েস গোত্রের সাথে। হযরত আকেলের পূর্বের নাম ছিল গাফেল, কিন্তু তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার নাম রাখেন আকেল। তার পিতা বুকায়ের অজ্ঞতার যুগে হযরত উমরের এক পূর্বপুরুষ নুফায়েল বিন আব্দুল উয্যার মিত্র ছিলেন। অনুরূপভাবে বুকায়ের এবং তার সকল সন্তান-সন্ততি বনু নুফায়েলের মিত্র ছিল। হযরত আকেল, হযরত আমের, হযরত ইয়াস এবং হযরত খালেদ (রাঃ) এই চার ভাই বুকায়ের এর পুত্র ছিলেন। তারা সবাই একসাথে দ্বারে আরকামে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এরা সবাই ছিলেন দ্বারে আরকামে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। হযরত আকেল, হযরত খালেদ, হযরত আমের এবং হযরত ইয়াস (রাঃ) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের জন্য রওয়ানা হন তখন তারা নিজেদের নারী, পুরুষ, শিশু সবাইকে একত্র করে একসাথে হিজরত করেন। তাদের পরিবারের কোন সদস্য মক্কায় রয়ে যায় নি। এমনকি তাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরা সবাই মদিনায় হযরত রিফা বিন আব্দুল মুনযেরের ঘরে অবস্থান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আকেল এবং হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযেরের মাঝে ভাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন অর্থাৎ তাদেরকে ভাই-ভাই বানিয়ে দেন। তারা দু'জনই বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। হযরত আকেল বদরের যুদ্ধের দিন ৩৪ বছর বয়সে শহীদ হয়েছিলেন। তাকে মালেক বিন যুহায়ের জোশমি শহীদ করেছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত ইয়াস এবং তার ভাই হযরত আকেল, হযরত খালেদ এবং হযরত আমের ছাড়া এমন আর কোন চার ভাইয়ের কথা আমার জানা নেই যারা একত্রে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

যায়েদ বিন আসলাম হতে বর্ণিত, আবু বুকায়েরের সন্তানরা মহানবী (সাঃ) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! অমুক ব্যক্তির সাথে আমাদের বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সাঃ) বলেন, বেলাল সম্বন্ধে তোমাদের কী মত? মহানবী (সাঃ) হযরত বেলালের সাথে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাদের মত জিজ্ঞেস করেন। তাদের মনঃপূত হয় নি বলে তারা তখন চলে যান। তারা দ্বিতীয়বার মহানবী (সাঃ)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, অমুক ব্যক্তির সাথে আমাদের বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সাঃ) আবার বলেন, বেলাল সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা? এটি শুনে তারা পুনরায় চলে যান। এরপর তৃতীয়বার তারা মহানবী (সাঃ)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, অমুক ব্যক্তির সাথে আমাদের বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সাঃ) বলেন, বেলাল সম্বন্ধে তোমাদের কী মত? সেইসাথে তিনি (সাঃ) আরো বলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী মত যে জান্নাতের বাসীদের অন্তর্ভুক্ত? এ কথা শুনে তারা হযরত বেলাল (রাঃ)-এর সাথে তাদের বোনের বিয়ে দেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত যায়েদ বিন হারেসা। হযরত যায়েদ (রাঃ) এর পিতার নাম হারেসা বিন শারাহীল ছাড়া হারেসা বিন শোরাহবীলও বর্ণনা করা হয়। তার মাতার

নাম ছিল সওদা বিনতে সা'লাবা। হযরত যায়েদ ইয়ামেনের এক অতি সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু কুযাআর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত যায়েদ যখন স্বল্প বয়স্ক ছিলেন তখন তার মাতা তাকে নিয়ে নিজ পিতার বাড়িতে যান। সেই স্থান দিয়ে বনু কায়েনের কিছু লোক যাচ্ছিল। সফরের সময় যখন তারা যাত্রাবিরতি দেয় তখন তাবুর সামনে থেকে তারা হযরত যায়েদকে, যিনি তখনও শিশু ছিলেন, তুলে নেয় এবং গোলাম বা দাস বানিয়ে উকাযের বাজারে হাকীম বিন হিযামের কাছে চারশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। হাকীম বিন হিযাম তার ফুফু হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদের কাছে হযরত যায়েদকে উপস্থাপন করেন আর এরপর হযরত খাদীজা (রাঃ) তার অন্য সকল দাসের সাথে হযরত যায়েদকেও মহানবী (সাঃ) এর কাছে অর্পন করেন। হযরত যায়েদের নিরুদ্দেশ হওয়ায় তার পিতা হারেসা খুবই ব্যথিত ও দুঃখভারাক্রান্ত হন। কিছুকাল পর বনু কালবের কতিপয় ব্যক্তি হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় আসলে তারা হযরত যায়েদকে চিনতে পারে। হযরত যায়েদ তাদেরকে বলেন, আমার পরিবারকে আমার ব্যাপারে অবহিত করো যে, আমি কাবা গৃহের নিকটস্থ বনু মাআদের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে থাকি, তাই আপনারা কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। বনু কালবের লোকেরা ফিরে গিয়ে তার পিতাকে অবগত করে। এতে তার পিতা বলেন, কা'বার প্রভুর কসম! সে কি আমারই পুত্র ছিল? লোকেরা তার জ্দহিক আকার-আকৃতি এবং বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। তখন তার পিতা হারেসা এবং চাচা কা'ব মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মক্কায় মহানবী (সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে তার সন্তান যায়েদের মু ক্তির আবেদন জানান। মহানবী (সাঃ) যায়েদকে ডেকে তার মতামত জানতে চান। এতে হযরত যায়েদ তার পিতা এবং চাচার সাথে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এভাবে প্রদান করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, আমি সকল কৃতদাসকে মুক্ত করছি, তখন অন্য সব কৃতদাস চলে যায়, শুধুমাত্র হযরত যায়েদ বিন হারসা (রাঃ), যিনি পরবর্তীতে তাঁর (সাঃ) পুত্র হিসেবে পরিচিত হন, মহানবী (সাঃ)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আপনি তো আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু আমি মু ক্তি চাই না, আমি আপনার কাছেই থাকব। তিনি (সাঃ) বলেন, স্বদেশে ফিরে যাও আর নিজের আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎকর, এখন তুমি স্বাধীন। কিন্তু হযরত যায়েদ (রাঃ) নিবেদন করেন, যে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা আমি আপনার মাঝে প্রত্যক্ষ করেছি এ কারণে আপনি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। হযরত যায়েদ এক সম্পদশালী বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, কিন্তু ছোট বয়সেই ডাকাতদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং আরেকজনের হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এভাবে পর্যায়ক্রমে হাত বদল হতে হতে তিনি হযরত খাদীজার কাছে এসে পড়েন। এতে তার পিতা এবং চাচা গভীর চিন্তায় পড়ে যান আর তার সন্ধানে বের হন। মক্কায় আসার পর জানতে পারেন যে, তিনি রসূলে করীম (সাঃ) এর কাছে রয়েছেন। তারা তাঁর (সাঃ) কাছে আসেন এবং বলেন,আমরা আপনার ভদ্রতা এবং উদারতার খবর শুনে আপনার কাছে এসেছি। আপনার কাছে আমাদের ছেলে দাস হিসেবে আছে। তার মূল্য আপনি যা-ই চাইবেন, আমরা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, আপনি তাকে মুক্তি দিন। তার মা বৃদ্ধা এবং সে সন্তানের বিচ্ছেদের বেদনায় কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। আপনার বড় অনুগ্রহ হবে, যদি আপনি কাঙ্ক্ষিত মূল্য নিয়ে তাকে স্বাধীন করে দেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, আপনার ছেলে আমার দাস নয়। আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি। এরপর তিনি (সাঃ) যায়েদকে ডেকে বলেন, তোমার পিতা এবং চাচা তোমাকে নিতে এসেছেন, আমি তোমাকে পূর্বেই স্বাধীন করে দিয়েছি, তুমি আমার দাস নও, তুমি তাদের সাথে যেতে পারো। হযরত যায়েদ উত্তরে বলেন, আপনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন ঠিক-ই কিন্তু আমি তো স্বাধীন হতে চাই না, আমি তো নিজেকে আপনার দাস-ই মনে করি। তিনি (সাঃ) পুনরায় বলেন, তোমার মায়ের অনেক কষ্ট আর দেখ তোমার পিতা এবং চাচা কত দূর থেকে আর কত কষ্ট করে তোমকে নিতে এসেছেন, তুমি তাদের সাথে চলে যাও। যায়েদের বাবা এবং চাচাও অনেক বুঝালেন কিন্তু যায়েদ তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আপনারা নিঃসন্দেহে আমার বাবা এবং চাচা আর আপনারা আমাকে অনেক ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁর (সাঃ) সাথে আমার যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা এখন আর ছিন্ন হতে পারে না। তাঁর কাছ থেকে পৃথক হয়ে আমি জীবিত থাকতে পারবো না। অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আমি বাঁচবো না। যায়েদের এসব কথা শুনে মহানবী (সাঃ) কা'বা গৃহে গিয়ে ঘোষণা করেন, যায়েদ যে ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছে, এ কারণে আজ থেকে সে আমার পুত্র। এ কথা শুনে যায়েদের বাবা ও চাচা উভয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সানন্দে ফিরে যান কেননা তারা দেখতে পেয়েছিলেন যে, যায়েদ খুব সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছেন। মোটকথা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অত্যুচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর প্রমাণ হলো, যায়েদ যখন বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন তখন মহানবী (সাঃ)ও অসাধারণ কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখেন।

সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকেএই ঘটনার উল্লেখ এভাবেপাওয়া যায় যে, তিনি (সাঃ) বলেন, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হবো। তিনি (সাঃ) যখনএই ঘোষণা করেন, সেই দিন থেকে হযরত যায়েদ'কে যায়েদ বিন হারেসার পরিবর্তে যায়েদ বিন মুহাম্মদ আখ্যায়িত হন। কিন্তু হিজরতের পর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যখন এই শিক্ষা অবতীর্ণ হলো যে, পালক পুত্রকে নিজের পুত্র

পরিচয়ে ঘোষণা বৈধ নয়। তখন যায়েদকে পুনরায় যায়েদ বিন হারেসা নামে ডাকা আরম্ভ হয়, কিন্তু এই বিশ্বস্ত সেবকের সাথে মহানবী (সাঃ)-এর ব্যবহার এবং ভালোবাসা তা-ই অব্যাহত থাকে যা প্রথম দিন ছিল বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর যায়েদের মৃত্যুর পর যায়েদের পুত্র ওসামা বিন যায়েদের সাথেও, যিনি মুহাম্মদ (সাঃ) এর খাদেমা উম্মে আয়মানের গর্ভজাত ছিলেন, তাঁর (সাঃ) সেই একই ব্যবহার এবং একই ভালোবাসা ছিল। যায়েদের বৈশিষ্টাবলীর মাঝে একটি হলো, সকল সাহাবীর মাঝে কেবল তাঁর নামই পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত জাবালা বয়সে হযরত যায়েদের চেয়ে বড় ছিলেন, তার কাছে একবার জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনাদের উভয়ের মাঝে কে বড়, আপনি নাকি যায়েদ? তখন তিনি বলেন, যায়েদ আমার চেয়ে বড়, অবশ্য আমার জন্ম তার পূর্বেই হয়েছিল। তার কথার অর্থ ছিল , হযরত যায়েদ ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার কারণে তিনি তার চেয়ে উত্তম। হযরত বারা' (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) হযরত যায়েদকে বলেন, 'আনতা আখূনা ওয়া মওলানা' অর্থাৎ, তুমি আমাদের ভাই এবং আমাদের বন্ধু ।

হযরতমুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, চার ব্যক্তি, যারা তাঁর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেন অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী খাদীজা, তাঁর চাচাতো ভাই আলী, তাঁর মুক্ত কৃতদাস যায়েদ এবং তাঁর বন্ধু আবু বকর (রাঃ)। তাদের সবার ঈমানের পক্ষে দলীল তখন এটিই ছিল যে, তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। এরা সবাই ছিলেন তাঁর কাছের মানুষ।

তায়েফ সফরেও হযরত যায়েদ (রাঃ) মহানবী (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলেন। সেখানে সকীফ গোত্রের লোকেরা বসবাস করতো। হযরত আবু তালেব এর মৃত্যুর পর কুরাইশরা মহানবী (সাঃ) এর ওপর পুনরায় যুলুম-নির্যাতন আরম্ভ করলে মহানবী (সাঃ) হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে সাথে নিয়ে তায়েফের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এটি দশম (১০) নববী সনের ঘটনা আর তখনও শাওয়াল মাসের কয়েকদিন বাকি ছিল। তিনি (সাঃ) দশদিন পর্যন্ত তায়েফে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি তায়েফের সকল রঈস বা নেতার কাছে যান, কিন্তু তাদের কেউ তাঁর বাণী গ্রহণ করে নি। তাদের যুবকরা তাঁর বাণী গ্রহণ করবে বলে যখন তাদের আশঙ্কা হয়, তাদের এই চিন্তা অবশ্যই হয়েছে যে, কোথাও যুবকরা বা সাধারণ লোকেরা ইসলামের বাণী গ্রহণ না করে বসে। তখন তারা বলে, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও আর সেখানে গিয়ে বসবাস করো যেখানে তোমার বাণী গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর তারা ভবঘুরে লোকদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় আর তারা তাঁর ওপর পাথর ছুঁড়তে থাকে এমনকি একপর্যায়ে তাঁর দু'পা বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) মহানবী (সাঃ) এর ওপর নিক্ষিপ্ত পাথরগুলোকে নিজের শরীর দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করতে থাকেন যার ফলে হযরত যায়েদের মাথায়ও বেশ কিছু আঘাত লাগে।

হুজুর (আইঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) এর জীবনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী খুতবায় প্রদান করা হবে।

BOOK POST
PRINTED MATTER

To

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
7 June 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B